দৈনিক [illegible]

MAR. 31 2002

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিদের দাপট

দেবিদ্বার উপজেলাধীন (কুমিল্লা-৪) মুহাম্মদপুর সেরাজুল ইসলাম কলেজ এবং জাফরগঞ্জ মীর আবদুল গফুর কলেজের ৫৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী অক্টোবর, ২০০১ হতে অদ্য পর্যন্ত বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশের টাকা উত্তোলন করতে পারেননি। কারণ হলো এই দুই কলেজের সভাপতি হলেন কুমিল্লা-৪ দেবিদ্বার উপজেলা থেকে চারবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। বিধি মোতাবেক প্রতিমাসে বেসরকারী শিক্ষকগণের বেতনের সরকারী অংশ ব্যাংকে আসে। বিল পাসের জন্য এমপি মহোদয়ের নিকট যাওয়া হলে প্রত্যেক বিল পেপারে রহস্যজনকভাবে তিনি স্বাক্ষর করেননি। তিনি এলাহাবাদ আদর্শ কলেজ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা, এবং রাজামেহার ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী কলেজ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা উভয় কলেজের বেতন-ভাতাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মুচলেকার মাধ্যমে অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারী তারিখবিহীন রেজিগনেশন লেটার (চাকরি থেকে অব্যাহতিপত্র) জমাদানের মাধ্যমে বিলে স্বাক্ষর করেন। মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিরল ঘটনা। প্রত্যেক শিক্ষক কলেজে এসে খবর নেবেন চাকরি আছে কিনা? তারপর ক্লাসে যাবেন। শুনেছি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির মেরুদণ্ডের ভিত্তি মজবুত করার জন্য বেসরকারী কলেজের শিক্ষকগণের পেনশন নীতি প্রবর্তন করেন। আর অপরদিকে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) থেকে নির্বাচিত এমপি জাতির মেরুদণ্ডে কুঠার আঘাত করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আকুল আবেদন, দেবীদ্বারের এই শিক্ষকদের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং যাতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন এমপিদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পায় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ যাতে সুস্থ মনে পাঠদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন।

দেবিদ্বার এলাকাবাসীর পক্ষে–

মোঃ আবদুর রহিম
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।